আধুনিক বাংলা গান ঃ আকালের সন্ধানে ?

সুমন চট্টোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলা গানের আকাল বিষয়ে আজ কত না হাহুতাশ অশ্রুজল, বিষোদ্‌গার বাংলা গান যারা ভালোবাসেন , অ াধুনিক বাংলা গান যাঁরা শুনে এসেছেন তারা তো বটেই, এমনকি নামজাদা সব সাময়িক পত্রিকা তেও কিছুকাল ধরে গেল গেল রব উঠেছে। কোনো কোনো নামি দামি পত্রিকা আধুনিক বাংলা গানের অন্তর্জলি উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যাও বের করে ফেলেছেন, তাতে বেশ দুটো পয়সাও হয়েছে। সেই সব বিশেষ সংখ্যায় বিখ্যাতআধুনিক - শিল্পীরা হাহুতাশ করেছেন , কেউ কেউ গঠনমূলক সমালোচনাও করেছেন বৈকি। মজার কথা হলো এই ধরনের পত্র পত্রিকায় আধুনিক গ ান বা আধুনিক সংগীত বিষয়ে কোনো নিয়মিত আলোচনা কোনোদিনইহয়নি, ‘ আধুনিক বাংলা গান’ বিষয়টাকে তেমন গুত্ব দেওয়া হয়নি ।হাবভাব দেখে মনে হতে পারে , সুকুমার রায়ের হেড আপিসের বড়বাবুর মতো আধুনিক বাংলা গান নামে একটা জিনিস ---দিব্য ছিল খোশ মেজাজে --হঠাৎ ,বলা নেই কওয়া নেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে যেন,---- অথবা উপবাসে অকাল মৃত্যুর সঙ্কল্প ।

আধুনিক বাংলা গান বাঙালির সমাজের যে শ্রেনী থেকে মূলত বেরিয়ে এসেছিল , সেই মধ্যবিও শ্রেনী স্বাভাবিক ভাবেই , এই গানের শ্রোতা ও ত্রেতা --আজ বলে নয় সেই বিশের দশক থেকে । গ্রামোফন রেকর্ড যার উদ্ভাবন হয়েছিল গেল শত কে র শেষদিকে , আমাদের উপমহাদেশে এসে পড়ে অতি অল্পকালেই । বেতারও এসে পড়েছিলো । গ্রামোফন কো ম্পানির ব্যবসা , বেতার প্রচার ও পরে ছায়াছবি ব্যবসা ----এই তিন শত্তির দৌলতে আধুনিক বাংলা গানের প্রসার হতে পেরেছিল অতিদ্রুত গতিতে। কাজী নজল ইসলাম থেকে শু করে বাঘা বাঘা যতো গীতিকার , সুরকার কণ্ঠশিল্পী ও যন্ত্রশিল্পী এই আধুনিক গানের কারবারের সঙ্গেই যুত্ত থেকেছেন, করে খেয়েছেন। কিন্তু গ্রামোফোন রেকর্ডের যুগ কলের গ ানের যুগ আর ব্যাপক গান প্রচারের যুগে সূত্রপাতই কি আধুনিক বাংলা গানের জন্মলগ্ন ? কোনো কোনো সমালোচকের মতে ----হ্যাঁ তাই ই । তাহলে ধরে নিতে হয় , গ্রামোফন কোম্পানি বললো , আর ওমনি ‘আধুনিক বাংলা গান’ নামে একটা জিনিস নতুন ছিটের কাপড় বা লাক্স সাবানের মতো তৈরি হতে লাগলো। সত্যিই কি তাই ?

ইতিহাসেরও ইতিহাস থাকে । বাংলা গানের কাঠামো বিচার করলে দেখা যায় , আধুনিক বাংলা গান সেই উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল । রবীন্দ্র নাথের গান দ্বিজেনন্দ্রলালের গান আধুনিক গান, রবীন্দ্রনাথ তো ইন্দিরা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে লিখেছিলেন ঃ ‘আমার আধুনিক গানে রাগ তালের উল্লেখ নেই বলে আক্ষেপ করেছিস ।,

বস্তুত বাঙলার সমাজে আধুনিক মধ্যবিত্ত সমাজের গোড়াপত্তন ও তার অগ্রগতির ইতিহাসেই রাখা আছে এই সমাজের গানের ইতিহাস , আধুনিক বাংলা গানের ইতিহাস । দুনিয়ার প্রতিটি সমাজ , প্রতিটি শ্রেনী তার নিজস্ব সংগীতের জন্ম দিয়ে থাকে , নিজের মতো করে । খুব মোটা দাগে যায় ঃ পল্লী সমাজ দিয়েছে পল্লীসংগীতের জন্ম তার মধ্যেও আবার হরেক রকমের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ বুনেছে ধ্রুপদী দরবারী সংগীতের বীজ। আধুনিক নগরজীবন জন্ম দিয়েছে অন্য ধারার

সংগীতে র। আধুনিক নাগরিক জীবন বানিয়েছে আধুনিক গান , আধুনিক মেট্রোপলিটান জীবন যেখানে , আধুনিক গান ও আধুনিক সংগীত ও সেখানে। আমাদের বাংলা দেশে আধুনিক নগরজীবনের একটা কাঠামো তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে জীবনের সংগীতের দেহেও নতুন কাঠামো তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াটা শু হয়ে গিয়েছিল বৈঠকী গান এলো বড়লোক ব াবুলোক বাবুশ্রেনীর মনোরঞ্জনার্থে আরো স্থুল চির নাগরিক শ্রেনীর জন্যে ছিল সেই ধরনের হাফ আখড়াই । ধীরে ধীরে শিক্ষার প্রসার হতে থাকায় শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেনী গজাতে থাকায় , ইংরাজি শিক্ষা বাড়তে থাকায় --এবং বুর্জোয়া শিক্ষার সবটাই তো আর খারাপ নয় , তার কিছু এগিয়ে থাকা দিকও তো আছে --মানুষের মনের পরিধি ও বাড়তে থাক ায় নাগরিক বাঙালির গানের খিদে - তেষ্টার রকমফের হতে লাগল ।

মিশেল শু হলো সমাজের সর্বক্ষেত্রে । রবীন্দ্রনাথ মোক্ষম বলেছিলেন -----আমাদের জীবন আর শুধুমাত্র গ্রাম্য নহে '। ত ার ওপরেও এক নতুন লোকস্তর গজিয়েছে যার সঙ্গে কিনা যোগ ঘটেছে বিশ্বচরাচরের। ইয়ংবেঙ্গল ছেলেদের হাতে পৌঁছে গেলো বার্কলি , হিউম । বিদ্যাসাগর বাঙালির লিখিত ভাষায় আমদানি করলেন বিদেশি যতি চিহ্ন । বঙ্কিমচন্দ্রের কলমের ধাক্কায় বেরিয়ে এলো নভেল , যা কিনা বিদেশী আঙ্গিক । মধূসূদন বাংলা কবিতায় মুক্তি খুঁজলেন আর কপোতাক্ষ বা গঙ্গ ার তীরেই শুধু নয় , আমদানি করা বিদেশী আঙ্গিকে সদ্য -জেগে ওঠা নাগরিক বাঙালি তখন আর তার চিরায়ত খোপখ াপে বন্দী থাকতে রাজি নয় । কমা সেমিকোলন, ইনভার্টেড কমা , উপন্যাস প্রবন্ধ সংবাদ পত্র , চতুর্দশপদী , মহাকাব্যের নতুন দৃষ্টি ভঙ্গী (যেখানে চিরআরাধ্য রামচন্দ্রের জায়গায় চিরঘৃন্য রাবণ হয়ে ওঠেন হিরো') আধুনিক গীতিকাব্য , কবিতা তারপর ছোট গল্প , আধুনিক রঙ্গশালা , আধুনিক নাটকের সূত্রপাত --এ সবেরই সমকালীন আধুনিক বাংলা গানের উৎপত্তি ।

আধুনিক গান কালকের খোকা নয় । তার বয়স বঙ্গভূমিতে নেহাৎ কম হলো না । এসব কথা সাতকাহন করে বলার দরক ার হতো না , যদি আমাদের মনে সংগীত বিষয়ে ইতিহাসনিষ্ঠ ও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করার প্রস্তুতি বা ইচ্ছে থাকতো । অ াধুনিক সাহিত্যের কথা, আধুনিক নাটকের কথা, আধুনিক চিত্রকলার কথা, ভাবতে গিয়ে তথাকথিত শিক্ষিতবাঙালি যে মনের পরিচয় দেয়, আধুনিক সংগীত সম্পর্কে তো বটেই , এমনকি তামাম 'সংগীত' সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে সেই মনটাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না । তাই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে আমাদের আধুনিক সাহিত্য বলতে যেন ভীষন অসুবিধা হয় । আমরা মূলত পৌত্তলিক বলেই বোধহয়, সর্বজনস্বীকৃতও প্রতিষ্ঠানিক গীতিকারদের বেলা বিল্বপুষ্পাঞ্জলির মতো তাদের শ্রীনামটি ব্যবহার করে থাকি । রবীন্দ্রসংগীত , নজল অতুলপ্রসাদ ইত্যাদি । এই উদ্ভট প্রবণতাটি বাঙালি ভদ্রলোক দের মধ্যে তিরিশের দশকে ছিল না সেকালে গ্রামোফন রেকর্ড লেবেলগুলো একবার দেখলেই বোঝা যায়।

আধুনিক গান বা সংগীতের বিষয়টাকে যুক্তি দিয়ে দেখতে না চাওয়া এবং একটি সংগীত ধারা থেকে কিছু কিছুলোকের ক াজ অমুক সংগীত , তমুক সংগীত বলে খুবলে খুবলে নেবার অপসংস্কৃতিটা শিক্ষিত বাঙালি সমাজে এতোই গেড়ে বসে গিয়েছে আজ বহু বছর যে আমাদের হিসাব গুলো গিয়েছে প্রথমত তালগোল পাকিয়ে , দ্বিতীয়সংগীত বিচারের মাপকাঠি গুলো হয়ে পড়েছে কিম্ভূতকিমাকার ।

শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোক - ভদ্রমহিলারা যেমন কয়েক দশক ধরে প্রকাশ্যে ব'লে আসছেন---আধুনিক গান ? আরে ছো ছো ছ্যা ছ্যা ।আমরা বাপু রবীন্দ্রসংগীত , দ্বিজেন্দ্রসংগীত , অতুলপ্রসাদ এই সব শুনি । বস্তুত পক্ষে প্রতিষ্ঠানিক হয়ে ওঠা রচয়িতা নামাঙ্কিত গান গুলি ছাড়া অন্য কোনো গান আমরা গ্রহন করতে পারিনি সেভাবে ।সিনেমা দেখতে গিয়ে গ্রহন করেছি , বাথমে স্নান করতে গিয়ে গুনগুন করে উঠেছি , কিন্তু সে সম্পর্কে সিরিয়াসলি চিন্তা করার অবকাশ আমাদের হয়নি । যেসব গান আমরা নাকি সিরিয়াসলি নিয়ে থাকি (যেমন রবীন্দ্র- দ্বিজেন - অতুল রজনী নজল সংগীত) সেগুলো সম্পর্কে আমরা আবার এতোই সিরিয়াস যে উৎকর্ষ বিচার টা সেখানে উধাও । অর্থাৎ বাঙালি ভদ্রলোকদের ভাবনাই এমন যে -রবীন্দ্রনাথের গান মানেই ভালো সবকটা গানই সারাক্ষন গাওয়া যায় চর্চা করা যায় , বাঁধিয়ে রাখা যায়।

একই বিচারপদ্ধতি আমরা প্রয়োগ করে থাকি দ্বিজেন্দ্রলাল , অতুলপ্রসাদ , রজনীকান্ত , নজলের বেলা।

বাংলা সাহিত্যের কোনো সিরিয়াস পাঠক বা গবেষককে যদি বলা যায় যে রবীন্দ্রনাতের সবকটি কবিতা বা প্রবন্ধবা উপন্যাস অতি উচচমানের এবং তদুপরি সমান - মানের এবং সবকটাই ৩৬৫ দিন রগড়ে না গেলে সাংস্কৃতিক মুক্তি নেই তো তিনি (যদি তিনি সত্যিই সিরিয়াস হন) নিশ্চয়ই বেশ অবাক হবেন , চাই কি রেগেও যেতে পারন ।

আধুনিক গানের বেলা আমাদের মাথায় মধ্যে একটা বিদঘুটে উন্নাসিকতা দীর্ঘকাল কাজ করে গিয়েছে । আমরা একবারও সেভাবে ভেবে দেখিনি যে আমাদের যুগে যদি গান লিখতে হয় যে গানে আজকের মানুষ আজকেরকথা বলবে, যে গানে মানুষের সুখ দুঃখ আশা নিরাশা লড়াই সাফল্য ব্যর্থতা , বিরক্তি , ভালোবাসা , স্বপ্ন দুঃস্বপ্ন ভয় লজ্জা একঘেয়েমি মানুষের প্রতিটি ভাবনা প্রকাশ পাবে , ফুটে উঠবে তার অনুভুতি, তার জীবন, তার সময় তো সেটা আধুনিক গান হতে বাধ্য । আধুনিক গানকে অস্বীকার করা মানে একটা সমাজের গান রচনা একটা মস্ত রাস্তাকে অস্বীকার করা । আজ ও আগামীর সমস্ত সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা ।

আমাদের দেশে য়াঁরা শিল্প সাহিত্যে -সংস্কৃতি নিয়ে লেখালেখি করেন তাদের কজনের রচনায় আধুনিক সংগীত বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা ফুটে উঠেছে গত ৩০ বছরের ? সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানিক বোদ্ধারা ধ্রুপদি সংগীত , রবীন্দ্রসংগীত , নিধুবাবুর টপ্পা, বাখ বেঠোফেন নিয়ে মেতে থেকেছেন । সৃজনশীল নতুন গানের অন্যতম ল্যাবরেটরি 'আধুনিক গান ' সেই সুযোগ চলে গিয়েছে বাজারিদের খপ্পরে ।

যে কোনো সমাজের শিল্প সেই সমাজের সামাজিক অর্থনৈতিক নিয়মের অনুবর্তী । পুঁজিবাদি সমাজে গান, যে মুহূর্ত্যে তা বেচাকেনা হয় সাবান বা শার্ট বা গামছারই মত। পুঁজিবাদি বাজারে গান, ভোগ্যপণ্য ছাড়া আর কিছুই নয় --সেই ভাবে দেখতে গেলে । ঠিক যেমন শম্ভু মিত্রের 'রক্তকরবী' বা সৎজিত রায়ের 'পথের পাঁচালি বা হুসেনের ছবি । শিল্পের কারবারি শিল্পকর্মের উৎকর্ষ নিয়ে ততোটা চিন্তিত নয় , যতটা তার বিক্রি নিয়ে । ধনতান্ত্রিক বাজারে ও উৎপাদন ব্যবস্থার ফরমুলায় যে কোনো পন্যের বিনিময় মূল্য তার ব্যবহারিক মূল্যের চেয়ে বড় । সৃজনশীল শিল্পের ক্ষেত্রে সৃজনশীলতাকে অগ্রাধিকার দিতে গেলে মেহনত করতে হয় । আন্দোলন করতে হয় । ভালো কাজ করে দেখাতে হয় । ধরা যাক ছায়াছবির জগতে দীর্ঘকাল যে মার্কামারা বাংলা ছবির কায়েমি রাজত্ব ও ব্যবসা ছিলো , কিন্তু লোক যদি অন্যরকম সৃজনশীল , বক্তব্যসমৃদ্ধ নতুন আঙ্গিক সমৃদ্ধ ছবি না করতেন সমালোচকরা যদি সেইসব কাজের উৎকর্ষ ওপ্রয়োজনীয়তা কে নিয়ে মাথা না ঘামাতেন তা নিয়ে লেখালেখি না করতেন , চারিদিকে বেশ কিছু লোক যদি এই নতুন ধারার সম্পর্কে নড়েচড়ে না বসতেন না ভাবতেন তো ছবির নতুন ধারাই যেতো শুকিয়ে । ব্যবসায়ীরা পয়সা ঢালতেন না।

নাট্য আন্দোলন ক্ষেত্রে ব্যাপারটা প্রায় একইরকম তফাৎ শুধু এই এবং তফাৎ টা বেশ বড়ই , যে মার্কামারা বাজারি নাটকের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এসে গ্রুপ থিয়েটার গুলোই নিজেরা শো করছেন। তঁদের পেছনে সে রকম কোনো শ্রেষ্ঠী প্রযোজক ছিলেন না । কিন্তু একটা আন্দোলন গজিয়ে উঠেছে একের পর এক নতুন প্রাসঙ্গিক নাটকএসেছে , তার পেছনে বেশ কিছু সচেতন কষ্টসহিষ্ণু , শিক্ষিত নাট্যকর্মী সমানে মেহনত করে গিয়েছেন , লেখালেখি হয়েছে প্রচুর । এই ভাবে আন্দোলন মুখী নাটকে র গ্রুপ থিয়েটারের একটা বেশ ভালো দর্শকশ্রেনী তৈরি হয়েছে।

সংগীত ক্ষেত্রে ও গণনাট্য আন্দোলনে প্রথম যুগে বামপন্থী সংগীতকার ও শিল্পীরা নতুন যুগ এনে দিয়েছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে টাটকা নতুন সব পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছিলও । রাজনৈতিক বক্তব্য সমৃদ্ধ , বলিষ্ঠ আঙ্গিকের গান লেখা হয়েছিল শুধু তার কথায় বক্তব্যে নয় , তার সুরের আঙ্গিক ,তার প্রানবন্ত ছন্দ এবং সর্বোপরি তার সততার ধাক্কায় দুলে উঠেছিলো আধুনিক বাংলা গানের ভিত । আধুনিক বাংলা গানের মাধ্যমটাকে নিয়ে একটা গোটা আন্দোলন ধারায়

অনেকে মিলে রীতিমতো ভেবে চিন্তে , অথচ নবসৃষ্টির আনন্দ ও স্ফূর্তি টাকে বজায় রেখে কাজ করার নজির বোধহয় সেই প্রথম সেই শেষ । আফশোসের কথা আধুনিক সংগীত সমালেচনার কোনো যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনার বনেদ আমাদের নেই , সংগীত সাহিত্য বলে কোনো কিছু আমরা গড়ে তুলতে পারিনি, গড়তে পারিনি গানের উৎকর্ষ বিচারে বিশ্লেষন পদ্ধতি, অ াজও লিখতে পারিনি কোনো সমালোচনা ধর্মীইতিহাস , তাই অতো বলিষ্ঠ ও সৃজনশীল এক গানের আন্দোলন বেচেঁ অ াছে আজ শুধু কিছু অসামান্য গানের স্মৃতি তে । সলিল চৌধুরির অগত্যা বোম্বাই র্যাএা, তার সহকারী অভিজিৎ, প্রবীর মজুমদার, অনল চট্টোপাধ্যায়ে এক একদিকে ছিটকে পড়া ওরকম এক যুগান্তকারী সংগীত অন্দোলন, আধুনিক বাংলা গ ানের অন্দোলনের অপমৃত্যু সম্পর্কে কজন কেষ্টবিষ্টু আফশোষ করেছিলেন , জানতে ইচেছ করে।

আধুনিক বাংলা গান যা হয়ে ওঠার কথা ছিলো তা হয়ে উঠতে পারে নি ।এই গানের মধ্যেই নিহিত ছিলো নাগরিকের সংগীত অভিব্যক্তির সম্ভাবনা , প্রতিশ্রুতি । উনিশ শতক থেকে শু করে গানের মধ্য দিয়েই নাগরিকপ্রকাশ করেছে তার অনেক কথা ।এ গান প্রেমের কথা বলেছে ; আবার দেশাত্মবোধের কথাও বলেছে , এ গান প্রকৃতি র কথাও বলেছে আব ার ঠাট্টাতামাসার কথাও বলতে ছাড়েনি । বামপন্থী গণ-আন্দোলন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠার পর এই গানের ভেতর থেকেই বেরিয়ে এসেছে শোষনমুক্তির কথা, সংগ্রামের ডাক। আধুনিক বাঙালি যেমন তাঁর জাগ্রত চেতনায় ধরতে চেয়েছে সারা বিশ্বকে তেমনি আধুনিক বাঙালির গানও ।উত্তর আমেরিকার লোক গীতি ,স্কটিশ সুরের চলন , লাতিন ছন্দ , ইউরোপীয় মার্গসংগীতের প্রভাব গির্জার প্রার্থনাগানের ছোঁয়া কতো সহজেই হাত ধরেছে আধুনিক বাংলায় । রবিশংঙ্কর আমেরিক ায় গিয়ে পাশ্চাত্য শিল্পীদের সঙ্গে দেশি বিদেশী আঙ্গিক মিলিয়ে করেছিলেন তার পরীক্ষা মূলক কাজ 'ইস্ট মিট্স্ ওয়েস্ট'। আধুনিক বাংলা গানের উদার দেহে কিন্তু প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মিলন ঘটে গিয়েছিল সেই উনিশ শতকেই । তেমনি , বাংলার ও ভারতের বিভিন্ন ধরনের গানের সুর ও তাল ভেঙে ভেঙে মিশে গিয়েছে আধুনিক বাংলা গানের রসায়নে।

কিন্তু ইতিহাসর কী চাল ,----- উনিশ শতকের শেষ দিকেই এলো গ্রামোফোন । বিশ শতকের গোড়াতেই গ্রামোফন্এসে গেলো কলকাতায় ।কম্পানি তৈরি হলো ।সামনেই পড়ে আছে এক বিশাল , অনাস্বাদিত - পূর্ব বাজার , একবারে টাটক া নতুন ।আর আছে সেই বাজারের অসংখ্য সম্ভাব্য খদ্দের , যাদের দেশটাই য়েন মাটি , জল আর গান - বাজনা দিয়ে গড়া ।অনেকোরা নতুন পন্য এই গ্রামোফন রেকর্ডের খদ্দের কারা হবে ? বিপুল অভুক্ত কৃষকশ্রেনী আর তা কতোটা হতে পারে ? নতুন টেকনলজির প্রসাদ সবচেয়ে বেশি পায় শহরের লোকেরাই, তৎকালীন ভারতে তো আরো বেশি । এই শহুরে খদ্দেরদের মনের মতোই গানই অবধারিত ভাবে একদিন না একদিন গ্রামোফোন কোম্পানির প্রধান পন্য হয়ে উঠবে এটাই স্বাভাবিক। এই নাগরিক শ্রেনীর গানের খিদেটা মিটবে কিসে? ভক্তিগীতিতে ভাটিয়াল -ভাওয়াইয়ায় , কীর্তন ব াউলে , বৈঠকিগানে, খ্যামটায় ? কম্পানিরা একেএকে সবকটাই নমুনা প্রয়োগ করলো । কিন্তু নাগরিক বোধসম্পন্ন , ইংরাজি শিক্ষিত , স্কুলে -কলেজে - পড়া আধুনিক নাগরিক বাঙালির সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে , তাদের মনের খিদে আর এই লোকায়ত গানে মিটবে না মাত্র বিশ ত্রিশ বছরের মধ্যেই গ্রামোফন কম্পানির রেকর্ড পসরায় বেশি করে দেখা যেতে ল াগলো 'আধুনিক গান' । তখন হয়তো এই নামটাই ব্যবহার হতো না , কিন্তু সংগীতের বিচারে গানগুলো আধুনিক । ত ারপর গানের রেকর্ড চহিদা বাড়তে লাগলো , শিল্পীদের সংখ্যা বাড়তে লাগলো ।আরো বেশী সুরকার , গীতিকার দরক ার হলোকম্পানির , ছবি ইন্ডাস্ট্রির । এই নিরবচ্ছিন্ন প্রসারের ফলে নতুন নতুন কাজের সম্ভাবনা বাড়লেও ভালো কাজ সংখ্যায় কমই হয় চিরকাল । প্রতি ব্যবসায়ীই মার্কামারা কিছু পেটেন্ট পন্য খোঁজে। আধুনিক গানের ব্যাপারে ক্রমান্বয়ে পেটেন্ট হয়ে যেতে লাগলো একটি মাত্র বিষয়, প্রেম। তাছাড়া পরাধীন দেশে সাহেবি কোম্পানি (প্রভুদের কম্পানি) যে সম াজের নানান বিষয়ে নিয়ে বাঁধা গানকে প্রশ্রয় দেবেনা এটা তো জানা কথা । 'প্রেম 'বড় সুন্দর বিষয় , বেশ নিরাসক্ত সে র াজনীতি দিক দিয়ে । প্রেমের গানও বেশ নিরপেক্ষ রাজনীতির হিসাবে। পৌনঃপুনিকতার মধ্যে দিয়ে একদিন দেখা গেলো 'প্রেমই' হয়ে পড়েছে আধুনিক বাংলা গানের প্রায় একমাত্র বিষয়বস্তু । সেইট্রাডিশন বেশ জাঁকিয়ে বসে গিয়েছে ।

তাও আবার সত্যিকার কবিগুণ সম্পন্ন বেশি লেখক পেশাদার গীতিকার হননি ।আধুনিক বাংলা গানের নাটের গুরা সা

হিত্যিক হলেও কালত্রমে দেখা গেলো কবিরা গান লিখছেন না, লিখছেন ' পেশাদার গীতিকার নামে এক শ্রেনী । ফলে সেই একঘেয়ে বিষয়বস্তু প্রেমের সঙ্গে যুক্ত হলো একঘেয়ে ন্যাকান্যাকা কথাবার্তা একই সেই ফুল - পাখি- চাঁদ তুমি -আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে । ভাষায় জাড্য , দৈন্য, ক্লীবত্ব , কল্পনাহীনতা হয়ে পড়লো আধুনিকলিরিকের রক্ত মাংস ।

গীতিকারদের এই ভয়ানক দুর্বলতা সুরকাররা যেন পুষিয়ে দিতে চাইলেন সুরে। তিরিশোত্তর বাংলা আধুনিক গানে সুরের ক্ষেত্রে যে অসাধারন সৃজনশীল কাজ হয়েছে তা যে কোনো জাতির গর্বের বিষয় হওয়া উচিত।

কিন্তু তা হলেও আধুনিক বাংলা গানের শরীরে এই দ্বন্দ্বটা থেকেই গেলো ঃ একদিকে পরীক্ষামূলক বা নতুন ধরনের সুর আর অন্যদিকের কথার আড়ষ্টতা গতিহীনতা দৈন্য । গানের কথা আর কবিতার কথাকে এক তুলাদণ্ডে বিচার না করার উপদেশ রবীন্দ্রনাথ দিয়ে গেলেও এবং উপদেশটি যথার্থ হলেও গানের কথায় ক্লীবত্বকে , একঘেয়েমিকে মেনে নেওয়া যায় না । উল্লেখ করা দরকার যে বাংলায় যেসব গীতিকার সুরকারের নামের সঙ্গে সঙ্গীত 'বা গীতি শব্দটা যুক্ত হয়েছে এবং যাদের সমস্ত গান শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকের কাছে বরনীয় হয়ে উঠেছে তাদের ও অনেকের গানের কথা বেশ দুর্বল সুর তো বটেই । এ বিষয়ে মোহমুক্ত হয়ে ভাবনা চিন্তা ও বাছাই করার সময় অনেক আগেই এসে গিয়েছে । সে যাই হোক অতুলপ্রসাদ সেনেরও অনেক গানের কথা অত্যন্ত দুর্বল এই যুক্তি দেখিয়ে তিরিশোত্তর অধিকাংশ আধুনিক বাংলা গানের দুর্বলতার সাফাই গাওয়ার কোনো মানে না হয় না ।

লক্ষণীয় হলো বঙ্গভূমিতে তিরিশের দশক থেকেই আবার কবিতার ক্ষেত্রে প্রথাবিরোধী কাজ এগোতে থাকে। কবিতার পরীক্ষা নিরীক্ষা , ভাঙা গড়া, নতুন দিগন্তের অন্বেষন , ত্রমাগত ভাবনা চিন্তা, প্রথাবিমুখ বলিষ্ঠতা যতোই বাড়তে লাগলো , গানের লিরিক যেন হয়ে পড়তে চাইলো ততোই দুর্বল ও প্রথাগত । কবিরা যদি গান লেখার কাজে এগিয়ে আসতেন এবং সুরকারদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতেন তো স্বাস্থ্যকর নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে যেতো নিশ্চয়ই । দুএকজন বাঙালি কবি যখন গান লিখেছেন, তাখন দেখা গিয়েছে যে তফাৎটা কোথায়, আধুনিক গানের চারিত্রিক দ্বন্দ্বের মূল কারনটাই বা কী । আশ্চর্য্যের বিষয় সারা বাংলাদেশ জুড়ে এতো এতো ভাঙা হয়ে গেলো কবিতার ক্ষেত্রে , এতো দিক পরিবর্তন হলো, এতো অন্বেষন হলো , এতো স্ফূর্তি দেখাদিলো, একের পর এক আছড়ে পড়লো নতুন নতুন আন্দোলনের ঢেউ , সংকলন ছাপা হলো , দলে দলে কবি খাটলেন , লিখলেন , ভাবলেন , তর্ক করলেন সমালোচনা লিখলেন - কিন্তু তার ঠিক পাশেই বাংলা গান লেখার কাজটা পড়ে রইলো সেই একই বৃত্তের মধ্যে । এরই মাঝখানে ভাস্কর বসু মুকুল দত্ত তার ও আগে , অনেকে আগে অজয় ভট্টাচার্য , সুবোধ পুরকায়স্থ প্রথাবিমুখ কাজ করেছেন , কিন্তু গান লেখার সুলেখক ব্যতিত্রম । বাংলার সাহিত্যরসিক শিক্ষিত সমাজ 'আধুনিক বাংলা গান কে যে ব্রাত্য করে রেখেছেন অনেককাল , সেটা এই ছেঁদো লিরিকের যুক্তিতেই অথচ এই অচলায়তন ভাঙার কাজে এগিয়ে এসেছেন কজন ?

গণনাট্য আন্দোলন যুগে পরেশ ধর জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র , সলিল চৌধুরি , হেমাঙ্গ বিশ্বাস, যেসব গান লিখেছেন ,প্রবীর মজুমদার যেসব গান লিখেছেন তার ধারাটা পরে হয়ে পড়েছে বিচ্ছিন্ন । ওগুলোর বেশির ভাগের গায়ে পড়েছে গণসঙ্গীত ও পার্টিপলিটিকসের তকমা। প্রতি ষ্ঠানিক দক্ষিণপন্থীরা ও কমিউনিস্ট বিরোধীরা ঐসব গানকে মোটামুটি এড়িয়েই চলেছেন। ও গানের একটা চাহিদা হয়েছিলো বলে গ্রামোফোন কোম্পানি কিছু গান রেকর্ডও করেছিলেন আবার রেকর্ড করার স্বার্থে কোনো গানের কথাকে আরো মোলায়েম ও করে দিতে হয়েছে, যাতে কর্তাদের গায়ে ফোসকা না পড়ে।

সামাজিক -সাংস্কৃতিক ভাবে যা লক্ষনীয়, গননাট্যের গান বা ঐ ' গণসংগীত ' পরে তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতেপারেনি । আন্দোলন পথ ধরে তাদের সৃষ্টি । আন্দোলন ভেঙেচুরে যাবার পর সৃষ্টির নিরবচ্ছিন্নতা , নব সৃষ্টির গতিপ্রায় দ্ধ । পরবর্তীকালে ঐ সব গান গেয়েছে লোকে, অধিকাংশত , রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে । কিন্তু রাজনৈতিক - সাংস্কৃতিক কর্মীরা তারপর প্রাসঙ্গিক গানের কোনো সৃষ্টিশীল ধারা বজায় রাখতে পারেনি ।

গান লেখার ক্ষেত্রে সাধারন ভাবে একটা প্রথানুগত্য লক্ষ্য করা যায় , সেই সঙ্গে একটা অদ্ভূত আড়ষ্টতা , যা বাংলা সমাজে বিস্ময়কর । আমরাই বোধহয় পৃথিবীর একমাএ জাতি যারা আধুনিক নাটক , আধুনিক কাহিনী , আধুনিক ছবি আধুনিক কবিতায় ভাষায় আড়ষ্টতা ঘোচাবার লড়াই চালিয়ে মুখের ভাষাকে এইসব ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিলেও গানের বেলা আজও মোটামুটি ‘ মোরা ,
‘চাহি’ , ‘নাহি’, ইত্যাদি তে পড়ে আছি , আটকে আছি । বিষয় - বৈচিত্র্যের অভাব ও জীবন বিমুখ লিরিক তো আছেই । সেই সঙ্গে আছে ভাষার এক বকচ্ছপ হাঁসজা মূর্তি । সলিল চৌধুরির মতো তুখোড় আধুনিক গীতিকার - সুরকারও ‘বুঝিয়া’ ‘চাহিয়া ’‘মোরা’ আর জীবন তরনী ’ নিয়ে লাট খাচ্ছেন । অতি আধুনিক সুর , হালফ্যাশনের যন্ত্র - অনুষঙ্গ আধুনিক গাওয়ার ঢং আর সেই সঙ্গে হঠাৎ শুদ্ধ ভাষার প্রয়োগ ,----এত প্রকট একটা দ্বন্দ্ব নিয়েও কেউ মাথা ঘামাননি তেমন । প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক শ্রেনী তার গানের মধ্যে দিয়ে তার যুগটাকে তার সময়টাকে ধরতে চেষ্টা করে । আমরা আমাদের গানে ধরতে চেয়েছি ৯৯ শতাংশ প্রেম বিরহ , কাকুতি -মিনতি । জীবনে যে আরো কতো বিষয় আছে , আরো কতো ভাবনা , অনুভূতি , ঘটনা আাছে , দিক আছে বাংলা কবিতায় গদ্যে , নাটকে , সাংবাদিককতায় তার প্রতিফলন ঘটেছে , ঘটে চলেছে । শুধু আধুনিক গানের বেলা ঘুরে ফিরে সেই একঘেয়ে প্রেমের একঘেয়ে কথা ।

বাংলা গানের আকাল আজ বলে নয় , অনেক দিন ধরেই এবং তা নিয়ে হা - পিত্যেশ না করে, আফশোষ করে সময় নষ্ট না করে , বা আধুনিক গানকে গালমন্দ না করে আমাদের এখন নতুন আঙ্গিকে প্রাসঙ্গিক গান লেখা ও বাঁধা দরকার । তাতে প্রেমও বিষয় হোক । পূর্নিমার চাঁদ নিয়ে গানলেখা বন্ধ হোক তা বলছি না , কিন্তুশহরের ধোঁয়াটে আকাশ টাও গানে আসুক । আসুক ডিজেলের ধোঁয়া । জীবনের প্রতিটি বিষয় নিয়ে গান হতে পারে যদি তা প্রাসঙ্গিক হয় । সংগ্রামের গান লিখতে গিয়ে আমরা যেন শুধুমাত্র সর্বহারা শ্রেনীতে থেমে না থাকি বা মুক্তির লাল নিশানে। লালিমা থাকুক, শ্রমিকের ঘামের গন্ধ থাকুক, আবার পাড়ার মুদির দোকানে যে ছেলেটা সামান্য বেতনে গলদঘর্ম, হচ্ছে যে মেয়েটাকে প্রায়ই পুড়ে মরতে হচ্ছে , যে সাধারন লোক গুলো অবিরামখাবি খাচ্ছে , যে ছোট্ট ছেলেটা একটা লেবেঞ্চুশ পায়নি বলে কান্না জুড়ে দিলো, যে প্রেমিক- প্রেমিকা চাকরি অভাবে দশ বছর ধরে পরস্পর কে একান্তে পেলো না , এরাও থাকুক । জীবনে র প্রতিটি প্রসঙ্গ আসুক নতুনভাবে, দরকার হলে একেবারে প্রথাবিরোধী , সৃষ্টি ছাড়া আঙ্গিকে । লোকায়ত ভাবনা ও লোকায়ত সুর থেকে । অচেনা সুরও আসুক । ভাঙা গড়া হোক । ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হোক বহুব্যবহৃত চিত্রকল্প , বাক্য । কথা বলার ভঙ্গিআসুক । যে কথা আমরা নিজেদের মনে বলি, বন্ধুদের কাছে টেবিল চাপড়ে বলি , বাবা মাকে বলি , সন্তান কে বলি , প্রেমিকা কে বলি , বা যে কথাগুলো আজো বলে উঠতে পারিনি , যে কথা বিশ্বসংসারে জানিয়ে দিতে চাই , মিছিলে সামিল হয়ে বলতে চাই , স্বপ্নের ভাষায় বলতে চাই , পোষা কুকুর ছানা টাকে আদর করে যা বলি(অন্য কেউ শোনে না) ডুবন্ত মানুষকে যে কথা বলতে চাই , আত্মঘাতী বেকার যুবক কে যা বলতে চাই , ভিড় বাসের চাপে যে কথা বলতে চাই, যে কথা বুকের ভেতর আটকে যায় , চাকরি যাবার ভয়ে যে কথা বলতে পারিনি, অথবা সুযোগ পেলেই যেসব কথা বলি, যে অব্যক্ত কথা আমরা দেখে নিই, পড়ে নিই অন্যের চোখে , হাতের ইসারায় রঙে , গন্ধে দুর্গন্ধে--সব কথা দিয়ে গান হতে পারে । হওয়া দরকার ।

সন্দেহ নেই , কথাগুলো এভাবে বলে যাওয়া যতো সহজ (গরম বক্তৃতার ঢঙে) কাজে করা ততোটাই দুরূহ । তাছাড়া সবাই কবি নয় , কেউ কেউ কবি - জীবনানন্দর এ উক্তিও তো মোক্ষম । ভালো গানও যে সবাই দমাদ্দম লিখতে পারবেন শুধু সংকল্পের জোরে তাও নয়। কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি ? তাছাড়া আধুনিক বাংলা গানের যে ধারাবাহিক সমস্যা দ্বন্দ্ব ---এগুলো নিয়েও তো বস্তুনিষ্ঠ ভাবনা দরকার । ভেবে দেখা দরকার । ভাবা দরকার মুশকিল আসানের পথ কাটা যায় কীভাবে । পরীক্ষা নিরীক্ষা করা দরকার । ভেবে দেখা কেউ কেউ করেছেনও কিন্তু যারা এ কাজে নেমেছেন তাদেঁর মধ্যে যোগাযোগের বড় অভাব । আলোচনার অভাব, বিশ্লেষনের অভাব , অভাব দেখা দিয়েছে আশাবাদী মনোভাবে রও।

পৃথিবীর অনেক দেশেই আজ আধুনিক গানের সংকট । বাজারি গানের ধাক্কায় কুপোকাৎ অনেকেই । কিন্তু সর্বত্র নতুন প্রজন্ম লড়াই করেছেন । সব দেশেই মানুষ গান লিখে চলেছে। লাতিন আমেরিকায়, আফ্রিকায় কোথাও কোথাও ও উত্তর আমেরিকায় জন্ম নিয়েছে ' নিউ সং আন্দোলন। প্রাসঙ্গিক গানের আন্দোলন। কিউবার শিল্পী ' নিউসং বাঁধছেন , চিলির প্রতিবাদী শিল্পীরা ও নিউ সং বাঁধছেন । নিকারাগুয়ার বিপ্লবসচেতন শিল্পীরা, ছেলেমেয়েরাবাঁধছেন নিউ সং আবার দক্ষিন আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ লড়াকুরাও গাইছেন নিউ সং। উত্তর আমেরিকার প্রতিষ্ঠান বিরোধী শিল্পীরা, বামপন্থী শিল্পীরা বাধছেন নিউ সং। আবার সুইডেনেও। জীবনের প্রতিটি বিষয় সে গানে বিষয় হয়ে উঠেছে । মানষের প্রতিটি সৎ উপলব্ধি, চেতনা সে গানের বিষয় ।সাধারন কথাবার্তা দিয়ে সেইসব গান, আটপৌরে বিষয়ের গান। আবার প্রেমের গান ও বাৎসল্যের গানও। প্রসঙ্গত একটা হিসাব নেওয়া যেতে পারে --মানবজীবনে র কোন কোন দিক, বৃত্তি, প্রবৃত্তি আধুনিক বাংলা গানে বিন্দুমাত্র ছায়া ফেলেনি, বাৎসল্যরস তার মধ্যে একটি।

নিউ সং আন্দোলন ছাড়াও প্রাসঙ্গিক গান রচনার কাজ সর্বত্র। কেউ হয়তো পূর্ব ইউরোপিয় দেশে বসে কমিউনিস্ট আমলাতন্ত্র বিষয়ে ব্যঙ্গাত্মক গান লিখেছেন , গাইছেন । কেউ হয়তো পশ্চিম দুনিয়ায় বসে পুজিঁবাদের তীব্র বিরোধিতা করে গান লিখেছেন। কেউ হয়তো পরিবেশ দূষনের বিদ্ধে গান লিখেছেন , কেউ বা গান লিখেছেন একটি গাছকে নিয়ে । প্রতিদিনের অসংখ্য ঘটনা , বড় বড় রাজনৈতিক ঘটনা , বিপর্যয় , দুর্ঘটনা , বা যে কোনো বিষয় ইউরোপ আমেরিকায় লাতিন আমেরিকায় গানের জন্ম দিতে পারে , দিয়েছে এবং দিচ্ছে ও সকলেই যে খুব উঁচু দরের কাজ করেছেন তা নয় । কিন্তু কাজ করেছেন । লিখে যাচ্ছেন । সুর করে যাচ্ছেন । যন্ত্রসংগীত রচনা করে যাচ্ছেন । নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে যাচ্ছেন থামছেন না হাল ছেড়ে দিচ্ছেন না।

আধুনিক বাংলা গানের ধারায় গত একশো বছর অনেক সার্থক গান লেখা হয়েছে । এমনকি বাজারি গানের রমরমার যুগেও বিস্ময়কর রকম ভালো কাজ হয়েছে । সেই সব কাজের খতিয়ান নেওয়া দরকার । আমাদের পূর্বসুরীদের ভালো কাজ গুলো আমাদের বিচার করা দরকার আবার সেইসঙ্গে আজকের কথা গুলোও যাতে গানেরমধ্যে দিয়ে বলে দেওয়া যায় সেই চেষ্টা করা দরকার । আধুনিক গান রসাতলে গেল বলে যারা শুধু কপাল চাপড়াচ্ছেন বা আধুনিক গানের শবদাহের জন্যে যাঁরা চিতা সাজাচ্ছেন তারা যেই -ই হোন , তাদের দিকে সন্দেহের চোখে তাকানো দরকার । মনে রাখা প্রয়োজন ---এদেরই বেশির ভাগ সলিল চৌধুরির অসাধারন ,কালজয়ী কাজগুলোকে নিয়ে কোনোদিন আলোচনা সভা করেননি , প্রবন্ধ - নিবন্ধ লেখেননি । এদের অধিকাংশ ই জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ে একটি গানের লাইন ও বলতে পারবেন না। সেইসঙ্গে এদের মধ্যে এমন শিল্পীও আছেন যাঁদের মুখে আধুনিক বাংলা গানের ভবিষ্যৎ অন্ধকার --' গোছের বুলি আর যাদের বয়স বিচার করে সন্দেহ হয় , ---- এক তীব্র অহংবোধ কাজ করেছে এঁদের মধ্যে । যা কিছু ভালো কাজ সব আমরাই তো করেছি, আমাদের যুগেই তো হয়ে গেছে ,---- এই ধরনের একটা চিন্তা যেন গোপনে ক্রিয়াশীল । মানুষের ওপর যাঁরা মূলত আস্থা রাখেন , যারাঁ বিশ্বাস করেন যে পরিবর্তন সম্ভব , এবং সেই লক্ষ্যে কাজ ও করে যান আজীবন, জীবনকে যারা ভালোবাসেন , তারা কোনো বিষয়ে পূর্ণচ্ছেদ টানার আগে বেশ কয়েকবার ভেবে দেখেন । জীবন ও সৃষ্টির ধারাবাহিকতায় , সংগ্রামের প্রয়োজনীতায় যারা আস্থাবান , তারা বরং ভাবতে চান ঃ আমি শেষ নই , শু নই । আমার আগে ও লোকে ছিলো, পরেও থাকবে।' যতক্ষন পর্যন্ত আধুনিক বাংলার একজন মানুষও তার জীবনের যে কোনো প্রাসঙ্গিক ও সৎ উপলব্ধি বা আবেগ বা অনুভূতির কথা দিয়ে একটি গানও বাঁধবে ততক্ষন আধুনিক গান মরবে না।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com